পরিশিষ্ট-গ

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতাধীন ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প-এর মাধ্যমে উন্নীত/উন্নয়নাধীন জলমহালসমূহ পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) বরাবর ইজারা/বন্দোবস্ত প্রদানের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের মধ্যে সমঝোতা স্মারক।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে শরীফ তৈয়বুর রহমান, যুগ্ম সচিব (প্রশাসন) - প্রথম পক্ষ

এবং

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের পক্ষে জনাব মোঃ ফজলুল হক, যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন) - দ্বিতীয় পক্ষ।

যেহেতু দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সরকারী নদী, খাল, বিল, হাওড়, বাওড়, পুকুর, কৃষি-অকৃষি খাস জমি ইত্যাদির মালিকানা ও কর্তৃত্ব প্রথম পক্ষের (ভূমি মন্ত্রণালয়) উপর ন্যস্ত;

যেহেতু স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগ, জাতীয় পানি সম্পদ নীতিমালা অনুযায়ী স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থানে পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ[1] উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছে;

যেহেতু প্রকল্পটি জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির সভায় অনুমোদিত হয়েছে;

যেহেতু উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকার জলমহালসমূহ (হাওড়, বাওড়, খাল, বিল, পুকুর ইত্যাদি) ও কৃষি-অকৃষি খাস জমি প্রকল্পের কর্মকান্ডের আওতাভুক্ত হয়ে উন্নীত হয়েছে/হবে এবং নতুন জলাশয় সৃষ্টি হয়েছে/হবে;

যেহেতু প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বিভিন্ন উপ-প্রকল্পে নির্মিত অবকাঠামোসমূহ এবং উন্নীত জলমহালসমূহের কার্যকারিতা অব্যাহত রাখা এবং ভবিষ্যত পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রতিটি উপ-প্রকল্পে স্থানীয় উপকারভোগীদের সমন্বয়ে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) গঠনের বিধান রয়েছে; এবং

যেহেতু প্রকল্পের অধীনে বিভিন্ন উপ-প্রকল্পে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ সমাপ্তির পর জলমহাল, বাঁধ, স্লুইস গেট, রেগুলেটর ইত্যাদি পানি সম্পদ অবকাঠামো পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে পাবসস-এর নিকট হস্তান্তর করার শর্ত আরোপ করা আছে;

সেহেতু আজ, ২২শে আশ্বিন ১৪০৯ মোতাবেক ৭ই অক্টোবর ২০০২ তারিখে উপরোক্ত দুই পক্ষের মধ্যে নিম্ন বর্ণিত শর্তাবলীতে সম্মত হয়ে এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হলো।

---

[1] জাতীয় পানি নীতি অনুযায়ী সর্বোচ্চ ১০০০ হেক্টর পর্যন্ত উপকৃত এলাকা ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ নামে বিবেচিত এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন উন্নয়ন, পানি সংরক্ষণ ও সেচ এলাকা উন্নয়নের মাধ্যমে উন্নত পানি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ এর অন্তর্ভূক্ত।

৭/১০

শর্তাবলী

১। উপ-প্রকল্পাধীন জলমহালসমূহ ও খাস ভূমির কর্তৃত্ব পূর্বের ন্যায় ভূমি মন্ত্রণালয়ের থাকবে এবং দ্বিতীয় পক্ষ জলমহালসমূহ উন্নয়ন করত: বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে পানি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে।

২। সংশ্লিষ্ট উপজেলার উপজেলা প্রকৌশলী সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর সাথে আলোচনাক্রমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে পানি সম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রকল্পের আওতাধীন উপ-প্রকল্প এলাকাস্থ জলমহালসমূহ চিহ্নিত করবেন এবং পাবসস এর অনুকূলে বন্দোবস্তের লক্ষ্যে ২০ একর পর্যন্ত জলমহালসমূহ ৩নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত কমিটির নিকট প্রস্তাব পেশ করবেন এবং ২০ একরের উর্দ্ধে আয়তন বিশিষ্ট জলমহালসমূহের বিবরণ এলজিইডি'র জেলা নির্বাহী প্রকৌশলীর নিকট প্রেরণ করবেন। নির্বাহী প্রকৌশলী প্রয়োজনীয় যাচাই বাছাই পূর্বক পাবসস এর অনুকূলে জলমহালসমূহ ইজারা প্রদানের জন্য ৪ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত কমিটির নিকট প্রস্তাব পেশ করবেন।

৩। (ক) ২নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত ২০ একর পর্যন্ত জলমহালসমূহ পাবসস-এর অনুকূলে বন্দোবস্ত প্রদানের প্রস্তাবসমূহ বিবেচনার জন্য প্রথম পক্ষ উপজেলা পর্যায়ে নিম্নেবর্ণিত কর্মকর্তা সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করবেন।

(১) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা - সভাপতি
(২) সহকারী কমিশনার (ভূমি) - সদস্য
(৩) উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা - সদস্য
(৪) উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা - সদস্য
(৫) উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা - সদস্য
(৬) উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা - সদস্য
(৭) উপজেলা প্রকৌশলী - সদস্য সচিব

(খ) উপজেলা পর্যায়ের কমিটির কার্যপরিধি নিম্নরূপ হবে:

(১) কমিটি প্রস্তাবিত জলমহালসমূহ সমবায় আইন অনুযায়ী নিবন্ধণকৃত পাবসস এর অনুকূলে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত নীতিমালা অনুসরণে ৫ (পাঁচ) বৎসর মেয়াদী (নবায়নযোগ্য) বন্দোবস্ত প্রদানের সুপারিশ করবে।

(২) প্রকল্পের আওতায় বিদ্যমান জলাশয়সমূহের ব্যাপারে কমিটি ভূমি মন্ত্রণালয়ের জলমহাল নীতিমালার আলোকে পাবসস এর নিকট ইজারা/বন্দোবস্ত প্রদানের সুপারিশ করবে।

(৩) প্রকল্পের আওতায় সম্পূর্ণ নতুনভাবে উন্নীত জলমহাল (যে সকল জলমহাল ইতোপূর্বে কখনও ইজারা দেয়া হয়নি) এর ক্ষেত্রে কমিটি জলমহালের প্রকৃতি ও উৎপাদন ক্ষমতার ভিত্তিতে প্রথমবারের মত ইজারা মূল্য নির্ধারণ করবে। পরবর্তী মেয়াদের জন্য এই ইজারা মূল্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের জলমহাল নীতিমালার আলোকে নির্ধারিত হবে।

(৪) কমিটি প্রয়োজন মোতাবেক বৈঠকে মিলিত হবে।

(ক) ২নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত ২০ একরের উর্দ্ধে আয়তন বিশিষ্ট জলমহাল ইজারা প্রদানের প্রস্তাবসমূহ বিবেচনার জন্য প্রথম পক্ষ জেলা পর্যায়ে নিম্নেবর্ণিত কর্মকর্তা সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করবেন।

(১)	জেলা প্রশাসক	-	সভাপতি
(২)	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)	-	সদস্য
(৩)	উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	-	সদস্য
(৪)	নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	-	সদস্য
(৫)	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	-	সদস্য
(৬)	জেলা সমবায় কর্মকর্তা	-	সদস্য
(৭)	উপ-পরিচালক/সহকারী পরিচালক যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	-	সদস্য
(৮)	নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি	-	সদস্য সচিব

(খ) জেলা পর্যায়ের কমিটির কার্যপরিধি নিম্নরূপ হবে:

(১) কমিটি প্রস্তাবিত জলমহালসমূহ সমবায় আইন অনুযায়ী নিবন্ধণকৃত পাবসস এর অনুকূলে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত নীতিমালা অনুসরণে ৫ (পাঁচ) বৎসর মেয়াদী (নবায়নযোগ্য) বন্দোবস্ত প্রদানের সুপারিশ করবে।

(২) প্রকল্পের আওতায় বিদ্যমান জলাশয়সমূহের ব্যাপারে কমিটি ভূমি মন্ত্রণালয়ের জলমহাল নীতিমালার আলোকে পাবসস এর নিকট ইজারা/বন্দোবস্ত প্রদানের সুপারিশ করবে।

(৩) প্রকল্পের আওতায় সম্পূর্ণ নতুনভাবে উন্নীত জলমহাল (যে সকল জলমহাল ইতোপূর্বে কখনও ইজারা দেয়া হয়নি) এর ক্ষেত্রে কমিটি জলমহালের প্রকৃতি ও উৎপাদন ক্ষমতার ভিত্তিতে প্রথমবারের মত ইজারা মূল্য নির্ধারণ করবে। পরবর্তী মেয়াদের জন্য এই ইজারা মূল্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের জলমহাল নীতিমালার আলোকে নির্ধারিত হবে।

(৪) কমিটি প্রয়োজন মোতাবেক বৈঠকে মিলিত হবে।

৫। ৩নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং ৪নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত সুপারিশের ভিত্তিতে জেলা প্রশাসক পাবসস এর অনুকূলে জলমহালসমূহ ৫ (পাঁচ) বৎসর মেয়াদের জন্য (নবায়নযোগ্য) ইজারা প্রদান করবেন। তবে ইতোপূর্বে প্রদত্ত জলমহালসমূহের ইজারা নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত বহাল থাকবে।

৬. ইজারা গ্রহীতা পাবসস ধার্যকৃত ইজারা মূল্য প্রতি বছর যথানিয়মে বন্দোবস্ত প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে "জলমহাল ও পুকুর ইজারা (১/৪৬৩৪/০০০০/১২৬১) ভূমি রাজস্ব জলমহাল হইতে আয়" খাতে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করবেন।

সম্মত শর্তাবলী মোতাবেক ইজারা মূল্য পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে প্রথম পক্ষ এর পক্ষে ২০ একর পর্যন্ত জলমহালসমূহ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং ২০ একরের উর্দ্ধে আয়তন বিশিষ্ট জলমহালসমূহের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক ইজারা গ্রহীতাকে কারণ দর্শানো সাপেক্ষে ইজারা বাতিল করতে পারবেন।

৮। ইজারা নবায়ন করা না হলে ইজারার মেয়াদ শেষ হবার সাথে সাথে প্রথম পক্ষ এর পক্ষে ২০ একর পর্যন্ত জলমহালসমূহ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং ২০ একরের উর্দ্ধে আয়তনবিশিষ্ট জলমহালসমূহের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক জলমহালের দখল গ্রহণ করবেন এবং ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত নীতিমালা অনুসরণে পরবর্তী ব্যবস্থাদি গ্রহণ করবেন।

৯। দ্বিতীয় পক্ষ/ইজারা গ্রহীতা পাবসস বন্দোবস্ত জলমহাল প্রকল্প বহির্ভূত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করলে প্রথম পক্ষ এর পক্ষে ২০ একর পর্যন্ত জলমহালসমূহ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং ২০ একরের উর্দ্ধে আয়তনবিশিষ্ট জলমহালসমূহের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক ইজারা বাতিল করতে পারবেন।

১০। ইজারা গ্রহীতা পাবসস সৃষ্ট/উন্নীত জলাশয়সমূহের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকবে এবং জলমহালের পরিসীমা বজায় রাখবেন ও তা সংরক্ষণ করবেন।

১১। ইজারা গ্রহীতা (পাবসস) বন্দোবস্তকৃত জলাশয়ে পানি নিষ্কাশন ও পানি সংরক্ষণসহ বন্যা ব্যবস্থাপনা, কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে পানি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবেন। তবে জনসাধারণ গার্হস্থ্য প্রয়োজনে জলমহালসমূহের পানি ব্যবহার করতে পারবে।

১২। এই সমঝোতা স্মারক বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় (প্রথম পক্ষ) বিদ্যমান "সরকারী জলমহাল, বালু মহাল ও পাথর মহাল ব্যবস্থাপনার নীতিমালা" এর প্রাসঙ্গিক/প্রয়োজনীয় সংশোধন/পরিবর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৩। প্রয়োজনবোধে উভয় পক্ষের সম্মতিতে উপরোক্ত এ সমঝোতা স্মারকের সম্মত শর্তাবলী পরিবর্তন/পরিবর্ধন/ সংশোধন করা যাবে।

১৪। (ক) এই সমঝোতা স্মারক মোতাবেক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতাধীন জলমহালসমূহ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সঠিক ভাবে বাস্তবায়ন মনিটর করার জন্য প্রথম পক্ষ নিম্নোক্তভাবে একটি আন্ত:মন্ত্রণালয়ে কমিটি গঠন করবেন:

(১)	যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), ভূমি মন্ত্রণালয়	-	আহ্বায়ক
(২)	উপ-সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	-	সদস্য
(৩)	উপ-সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৪)	উপ-সচিব, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৫)	উপ-সচিব, (সায়রাত) ভূমি মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৬)	উপ-প্রধান, ভূমি মন্ত্রনালয়	-	সদস্য
(৭)	যুগ্ম-নিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর	-	সদস্য
(৮)	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পানি সম্পদ ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা), এলজিইডি	-	সদস্য সচিব

(খ) আন্ত:মন্ত্রণালয়ের কমিটি কার্যপরিধি নিম্নরূপ হবে:

(১) ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতাভূক্ত জলমহাল সমূহের বন্দোবস্ত যথাযথ ভাবে সম্পন্ন হচ্ছে কিনা তা পরিবীক্ষণ করবে, প্রয়োজনে সরেজমিনে পরিদর্শন

করবে এবং নিয়মিত সরকারের (ভূমি মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় সরকার বিভাগ) নিকট রিপোর্ট দাখিল করবে।

(২) প্রকল্পের আওতাভুক্ত জলমহালসমূহের আয় ও উৎপাদন সম্পর্কে পর্যালোচনা করবে এবং সরকারের (ভূমি মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় সরকার বিভাগ) নিকট প্রতিবেদন দাখিল করবে।

(৩) প্রকল্পের আওতাভুক্ত জলমহালসমূহের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারের (ভূমি মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় সরকার বিভাগ) নিকট যে কোন প্রস্তাব বা সুপারিশ পেশ করবে।

(৪) এই সমঝোতা স্মারক বাস্তবায়নের লক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয়ে বিদ্যমান ''সরকারী জলমহাল, বালু মহাল ও পাথর মহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা'' এর ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক/সংশোধন/ পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে সে ব্যাপারে সরকারের (ভূমি মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় সরকার বিভাগ) নিকট প্রস্তাব পেশ করবে।

(৫) কমিটি প্রতি ছয় মাসে অন্ততঃ একবার বৈঠকে মিলিত হবে।

(৬) কমিটি প্রয়োজনবোধে অপর যে কোন কর্মকর্তাকে কো-অপট করতে পারবে।

১৫। নিম্নোক্ত স্বাক্ষীগণের উপস্থিতিতে উভয় পক্ষ কর্তৃক উপরোক্ত তারিখে এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হ'ল।

প্রথম পক্ষ

৭/১০/২০০২

(শরীফ তৈয়বুর রহমান)
যুগ্ম সচিব (প্রশাসন)
ভূমি মন্ত্রণালয়।

দ্বিতীয় পক্ষ

০৭/১০/২০০২

(মোঃ ফজলুল হক)
যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন)
স্থানীয় সরকার বিভাগ,
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

স্বাক্ষীর স্বাক্ষর

৭.১০.২০০২

১. (এ, কে, এম, [illegible])
উপ- সচিব (উ:)

[illegible]
[illegible] (প্রশাসন)

২. ০৭/১০/০২
[illegible]
[illegible]
সহকারী সচিব
ভূমি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বাক্ষীর স্বাক্ষর

১। ৭/১০/০২

(মোঃ শহীদুল হাসান)
প্রধান প্রকৌশলী
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
বাংলাদেশ সরকার।

২। ৭/১০/০২

আল্-নুরী ফয়জুর রেজা
সিনিয়র সহকারী সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা-৭।

নং-ভূঃমঃ/শা-৭/বিবিধ-৪৯/২০০২- ৫১১, তারিখ: ৩০/১০/২০০২ ইং

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ভূমি মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের মধ্যে গত ৭ অক্টোবর '২০০২ তারিখে সম্পাদিত সমঝোতা স্মারক মোতাবেক স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতাধীন ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প-এর মাধ্যমে উন্নীত/উন্নয়নাধীন জলমহালসমূহ পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) বরাবর ইজারা/বন্দোবস্ত প্রদানের জন্য সরকার নিম্নেবর্ণিত কমিটিসমূহ গঠন করলেন।

২। উপজেলা পর্যায়ের কমিটি

(ক) ২০ একর পর্যন্ত জলমহালসমূহ পাবসস-এর অনুকূলে বন্দোবস্ত প্রদানের প্রস্তাবসমূহ নিম্নেবর্ণিত কর্মকর্তা সমন্বয়ে গঠিত কমিটি বিবেচনা করবেন:

(১) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা - সভাপতি
(২) সহকারী কমিশনার (ভূমি) - সদস্য
(৩) উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা - সদস্য
(৪) উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা - সদস্য
(৫) উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা - সদস্য
(৬) উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা - সদস্য
(৭) উপজেলা প্রকৌশলী - সদস্য সচিব

(খ) উপজেলা পর্যায়ের কমিটির কার্যপরিধি নিম্নরূপ হবে:

(১) কমিটি প্রস্তাবিত জলমহালসমূহ সমবায় আইন অনুযায়ী নিবন্ধণকৃত পাবসস এর অনুকূলে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত নীতিমালা অনুসরণে ৫ (পাঁচ) বৎসর মেয়াদী (নবায়নযোগ্য) বন্দোবস্ত প্রদানের সুপারিশ করবে।

(২) প্রকল্পের আওতায় বিদ্যমান জলাশয়সমূহের ব্যাপারে কমিটি ভূমি মন্ত্রণালয়ের জলমহাল নীতিমালার আলোকে পাবসস এর নিকট ইজারা/বন্দোবস্ত প্রদানের সুপারিশ করবে।

(৩) প্রকল্পের আওতায় সম্পূর্ণ নতুনভাবে উন্নীত জলমহাল (যে সকল জলমহাল ইতোপূর্বে কখনও ইজারা দেয়া হয়নি) এর ক্ষেত্রে কমিটি জলমহালের প্রকৃতি ও উৎপাদন ক্ষমতার ভিত্তিতে প্রথমবারের মত ইজারা মূল্য নির্ধারণ করবে। পরবর্তী মেয়াদের জন্য এই ইজারা মূল্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের জলমহাল নীতিমালার আলোকে নির্ধারিত হবে।

(৪) কমিটি প্রয়োজন মোতাবেক বৈঠকে মিলিত হবে।

৩। জেলা পর্যায়ের কমিটি

(ক) ২০ একরের উর্দ্ধে আয়তন বিশিষ্ট জলমহাল ইজারা প্রদানের প্রস্তাবসমূহ নিম্নেবর্ণিত কর্মকর্তা সমন্বয়ে গঠিত কমিটি বিবেচনা করবেন:

(১)	জেলা প্রশাসক	-	সভাপতি
(২)	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)	-	সদস্য
(৩)	উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	-	সদস্য
(৪)	নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	-	সদস্য
(৫)	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	-	সদস্য
(৬)	জেলা সমবায় কর্মকর্তা	-	সদস্য
(৭)	উপ-পরিচালক/সহকারী পরিচালক যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর		সদস্য
(৮)	নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি	-	সদস্য সচিব

(খ) জেলা পর্যায়ের কমিটির কার্যপরিধি নিম্নরূপ হবে:

(১) কমিটি প্রস্তাবিত জলমহালসমূহ সমবায় আইন অনুযায়ী নিবন্ধনকৃত পাবসস এর অনুকূলে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত নীতিমালা অনুসরণে ৫ (পাঁচ) বৎসর মেয়াদী (নবায়নযোগ্য) বন্দোবস্ত প্রদানের সুপারিশ করবে।

(২) প্রকল্পের আওতায় বিদ্যমান জলাশয়সমূহের ব্যাপারে কমিটি ভূমি মন্ত্রণালয়ের জলমহাল নীতিমালার আলোকে পাবসস এর নিকট ইজারা/বন্দোবস্ত প্রদানের সুপারিশ করবে।

(৩) প্রকল্পের আওতায় সম্পূর্ণ নতুনভাবে উন্নীত জলমহাল (যে সকল জলমহাল ইতোপূর্বে কখনও ইজারা দেয়া হয়নি) এর ক্ষেত্রে কমিটি জলমহালের প্রকৃতি ও উৎপাদন ক্ষমতার ভিত্তিতে প্রথমবারের মত ইজারা মূল্য নির্ধারণ করবে। পরবর্তী মেয়াদের জন্য এই ইজারা মূল্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের জলমহাল নীতিমালার আলোকে নির্ধারিত হবে।

(৪) কমিটি প্রয়োজন মোতাবেক বৈঠকে মিলিত হবে।

৪। আন্ত:মন্ত্রণালয় কমিটি

(ক) নিম্নেবর্ণিত কর্মকর্তা সমন্বয়ে গঠিত কমিটি সমঝোতা স্মারক মোতাবেক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতাধীন জলমহালসমূহ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সঠিক ভাবে বাস্তবায়ন মনিটর করবেন।

(১)	যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), ভূমি মন্ত্রণালয়	-	আহ্বায়ক
(২)	উপ-সচিব (উন্নয়ন), স্থানীয় সরকার বিভাগ	-	সদস্য
(৩)	উপ-সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৪)	উপ-সচিব, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৫)	উপ-সচিব, (সায়রাত) ভূমি মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৬)	উপ-প্রধান, ভূমি মন্ত্রনালয়	-	সদস্য
(৭)	যুগ্ম-নিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর	-	সদস্য
(৮)	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পানি সম্পদ ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা), এলজিইডি		সদস্য সচিব

(খ) আন্ত:মন্ত্রণালয়ের কমিটির কার্যপরিধি নিম্নরূপ হবে:

(১) ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতাভূক্ত জলমহাল সমূহের বন্দোবস্ত যথাযথ ভাবে সম্পন্ন হচ্ছে কিনা তা পরিবীক্ষণ করবে, প্রয়োজনে সরেজমিনে পরিদর্শন করবে এবং নিয়মিত সরকারের (ভূমি মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় সরকার বিভাগ) নিকট রিপোর্ট দাখিল করবে।

(২) প্রকল্পের আওতাভুক্ত জলমহালসমূহের আয় ও উৎপাদন সম্পর্কে পর্যালোচনা করবে এবং সরকারের (ভূমি মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় সরকার বিভাগ) নিকট প্রতিবেদন দাখিল করবে।

(৩) প্রকল্পের আওতাভুক্ত জলমহালসমূহের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারের (ভূমি মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় সরকার বিভাগ) নিকট যে কোন প্রস্তাব বা সুপারিশ পেশ করবে।

(৪) সমঝোতা স্মারক বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়ে বিদ্যমান "সরকারী জলমহল, বালু মহাল ও পাথর মহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা" এর ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক/সংশোধন/ পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে সে ব্যাপারে সরকারের (ভূমি মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় সরকার বিভাগ) নিকট প্রস্তাব পেশ করবে।

(৫) কমিটি প্রতি ছয় মাসে অন্তত: একবার বৈঠকে মিলিত হবে।

(৬) কমিটি প্রয়োজনবোধে অপর যে কোন কর্মকর্তাকে কো-অপট করতে পারবে।

৫। সংশ্লিষ্ট উপজেলার উপজেলা প্রকৌশলী সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর সাথে আলোচনাক্রমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে পানি সম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রকল্পের আওতাধীন উপ-প্রকল্প এলাকাস্থ জলমহালসমূহ চিহ্নিত করবেন এবং পাবসস এর অনুকূলে বন্দোবস্তের লক্ষ্যে ২০ একর পর্যন্ত জলমহালসমূহ উপজেলা পর্যায়ের কমিটির নিকট প্রস্তাব পেশ করবেন এবং ২০ একরের উর্দ্ধে আয়তন বিশিষ্ট জলমহালসমূহের বিবরণ এলজিইডি'র জেলা নির্বাহী প্রকৌশলীর নিকট প্রেরণ করবেন। নির্বাহী প্রকৌশলী প্রয়োজনীয় যাচাই বাছাই পূর্বক পাবসস এর অনুকূলে জলমহালসমূহ ইজারা প্রদানের জন্য জেলা পর্যায়ের কমিটির নিকট প্রস্তাব পেশ করবেন।

৬। উপজেলা পর্যায়ের কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং জেলা পর্যায়ের কমিটি সুপারিশের ভিত্তিতে জেলা প্রশাসক পাবসস এর অনুকূলে জলমহালসমূহ ৫ (পাঁচ) বৎসর মেয়াদের জন্য (নবায়নযোগ্য) ইজারা প্রদান করবেন। তবে ইতোপূর্বে প্রদত্ত জলমহালসমূহের ইজারা নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত বহাল থাকবে।

৭। ইজারা গ্রহীতা পাবসস ধার্যকৃত ইজারা মূল্য প্রতি বছর যথানিয়মে বন্দোবস্ত প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে "জলমহাল ও পুকুর ইজারা (১/৪৬৩৪/০০০০/১২৬১) ভূমি রাজস্ব জলমহাল হইতে আয়" খাতে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করবেন।

৮। ইজারা গ্রহীতা (পাবসস) ইজারা মূল্য পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে ২০ একর পর্যন্ত জলমহালসমূহ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং ২০ একরের উর্দ্ধে আয়তন বিশিষ্ট জলমহালসমূহের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক ইজারা গ্রহীতাকে কারণ দর্শানো সাপেক্ষে ইজারা বাতিল করতে পারবেন।

৯। ইজারা নবায়ন করা না হলে ইজারার মেয়াদ শেষ হবার সাথে সাথে ২০ একর পর্যন্ত জলমহালসমূহ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং ২০ একরের উর্দ্ধে আয়তনবিশিষ্ট জলমহালসমূহের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক জলমহালের দখল গ্রহণ করবেন এবং ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত নীতিমালা অনুসরণে পরবর্তী ব্যবস্থাদি গ্রহণ করবেন।

১০। ইজারা গ্রহীতা (পাবসস) বন্দোবস্ত জলমহাল প্রকল্প বহির্ভূত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করলে ২০ একর পর্যন্ত জলমহালসমূহ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং ২০ একরের উর্দ্ধে আয়তনবিশিষ্ট জলমহালসমূহের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক ইজারা বাতিল করতে পারবেন।

১১। ইজারা গ্রহীতা (পাবসস) সৃষ্ট/উন্নীত জলাশয়সমূহের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকবে এবং জলমহালের পরিসীমা বজায় রাখবেন ও তা সংরক্ষণ করবেন।

১২। ইজারা গ্রহীতা (পাবসস) বন্দোবস্তকৃত জলাশয়ে পানি নিষ্কাশন ও পানি সংরক্ষণসহ বন্যা ব্যবস্থাপনা, কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে পানি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবেন। তবে জনসাধারণ গার্হস্থ্য প্রয়োজনে জলমহালসমূহের পানি ব্যবহার করতে পারবে।

১৩। এই আদেশ জনস্বার্থে জারী করা হল এবং ইহা অনতিবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

(শরীফ তৈয়বুর রহমান) ৮০/১০/০২
যুগ্ম সচিব (প্রশাসন)
ভূমি মন্ত্রণালয়।

স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-৭/বিবিধ-৪৯/২০০২- ৫১১/১(১১)।
তারিখ: ৩০/১০/২০০২ খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হল:

১। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। সচিব, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট বিভাগ।
৫। প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৬। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(বদরুদ্দিন আহমেদ)
সহকারী সচিব
ফোন: ৮৬১৩৬৪০-৯/৩৫৬৬

স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-৭/বিবিধ-৪৯/২০০২- ৫১১/২(১৮২৯)।
তারিখ: ৩০/১০/২০০২ খ্রিঃ

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হল:

১। জেলা প্রশাসক (সকল), জেলা: ....।
২। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) (সকল), জেলা: ....
৩। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল), উপজেলা; ...., জেলা: ....
৪। উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা। তাকে প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হল।
৫। নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (সকল), জেলা: ....
৬। উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি (সকল), উপজেলা: .... জেলা: ....

৩০/১০/০২
(বদরুদ্দিন আহমেদ)
সহকারী সচিব
ফোন: ৮৬১৩৬৪০-৯/৩৫৬৬